ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

NEWS সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩১৬ ● কলকাতা ● ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বুধবার ● ২২ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার দুরত্ব বেড়েই চলছে!

পৃঃ ৫

বল সুইং না করলে যা করেন শামি

পৃঃ ৬

মমতাকে 'অগ্নিকন্যা'র তকমা!

বাংলায় ২০ হাজার কোটি বিনিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুকেশ অম্বানীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরু হয়েছে সপ্তম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন । বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন। আর সেই সম্মেলনে রীতিমতো চাঁদের হাট।এরপরই বড় বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করে রিলায়েন্স কর্ণধার বলেন, "বাংলায় গত ৬ বছরে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। আগামী ৩ বছরে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। বাংলার উন্নয়নে কোনও ত্রুটি থাকবে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ক্ষেত্রে আরও বিনিয়োগ করা হবে। ফাইভ জি পরিষেবা এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলার প্রত্যেক বাড়িতে এয়ার ফাইবার এবং জিও ফাইবার পরিষেবা পৌঁছে যাবে। যা কর্মক্ষেত্রে নতুন দিশা নিয়ে আসবে।"আর এবার লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় শিল্পস্থাপনের খতিয়ান যে শাসকদলের মোক্ষম অস্ত্র হয়ে উঠতে চলেছে, সেই কোনও দ্বিমত নেই ওয়াকিবহালমহলে।

বাংলায় শিল্পে বিনিয়োগকে হাতিয়ার করেই ২৪ লোকসভা ভোটের প্রচারের নামবে তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলে বাণিজ্য সম্মেলনে দেশের তাবড় তাবড় শিল্পপতিদের

এরপর ৩ পাতায়

টানেলে আটকে মরতে বসেছে শ্রমিকেরা,

আর প্রধানমন্ত্রী খেলা দেখছেন! কটাক্ষ সেলিমের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলার টানেল বিপর্যয়ে এখনও সুড়ঙ্গ আটকে রয়েছেন ৪১ জন শ্রমিক। ঘটনার ৯ দিন কেটে যাওয়ার পর অবশেষে শনিবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামিকে ফোন করে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারকাজে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।এদিনের মঞ্চ থেকে ফের বিজেপি এবং তৃণমূলের আঁতাত নিয়ে সরব হতে দেখা যায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে। সেলিমের দাবি, 'বিজেপি তৃণমূলের সেটিং নিয়ে আগে আমরা বলতাম। এখনও ওদের সেটিং নিয়ে রাজ্যের মানুষ বলছে। মোহন ভাগবতকে দিয়ে এই সেটিংটা হয়েছে। ওদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই নাটক ছাড়া কিছু নয়।'

পার্থ, জ্যোতিপ্রিয় প্রসঙ্গে সেলিমের প্রতিক্রিয়া, 'কাউকে কাউকে তো বলির পাঁঠা হতে হয়। আর বলির জন্য তো নধর পাঁঠা খোঁজা হয়! এক্ষেত্রেও সেটাই হয়েছে।'এই প্রসঙ্গেই শনিবার উত্তরবঙ্গ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

কটাক্ষের সুরে সেলিম বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী তো খেলা দেখছিলেন। বিশ্বকাপ তুলে দেওয়ার জন্য ওখানে বসেছিলেন! একটা দেশ কতটা নির্মম হতে পারে, একটা সরকার কতটা অসংবেদনশীল হতে পারে, এই ঘটনা তার প্রমাণ।'

কেন আগে থেকে প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়নি, সেই প্রশ্নও তুলেছেন সেলিম। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের কথায়, 'যেখানে টানেল তৈরি হবে, সেখানে আগে থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু কোনও আপতকালীন ব্যবস্থা করা হয়নি। ছিল না কোনও সুরক্ষার ব্যবস্থা। কেন সেটা

এরপর ৩ পাতায়

সৌরভ পশ্চিমবঙ্গের

নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী মঞ্চেই এই ঘোষণা করেন মমতা। সেখানে উপস্থিত সৌরভের হাতে সঙ্গে সঙ্গেই নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।সৌরভের বক্তৃতার পরে আরও অনেকটা সময়ে গড়িয়ে যায় সম্মেলনে। মুকেশ অম্বানী আগামী তিন বছরে রাজ্যে বড় অঙ্কের বিনিয়োগের ঘোষণা করেন। এর পরে মমতা তাঁর বক্তব্য রাখেন। রাজ্যের যাবতীয় শিল্প সম্ভাবনা জানানোর পরে বলেন, "আমি এখন একটা ঘোষণা করতে চাই।" সৌরভের নাম ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবে ঘোষণা করতে করতেই ডেকে নেন দাদাকে। সঙ্গে বলেন, "আমি না শুনতে চাই না। সব কিছুকে পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে হবে।" সৌরভ কাছে আসতেই মমতা তাঁর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন।রাজ্যে বাম জমানায় কোনও ব্র্যান্ড অ্যাম্ধাসাডর ছিলেন না।তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরেই এই বিষয়ে প্রথম উদ্যোগী হন মমতা। প্রথম বার অভিনেতা শাহরুখ খানকে রাজ্যের দূত বানান তিনি। এ বার নিয়োগ করলেন সৌরভকে। তবে শাহরুখকে সরিয়ে সৌরভকে নিয়োগ করলেন কি না সে ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত সরকারি ভাবে

এরপর ৩ পাতায়

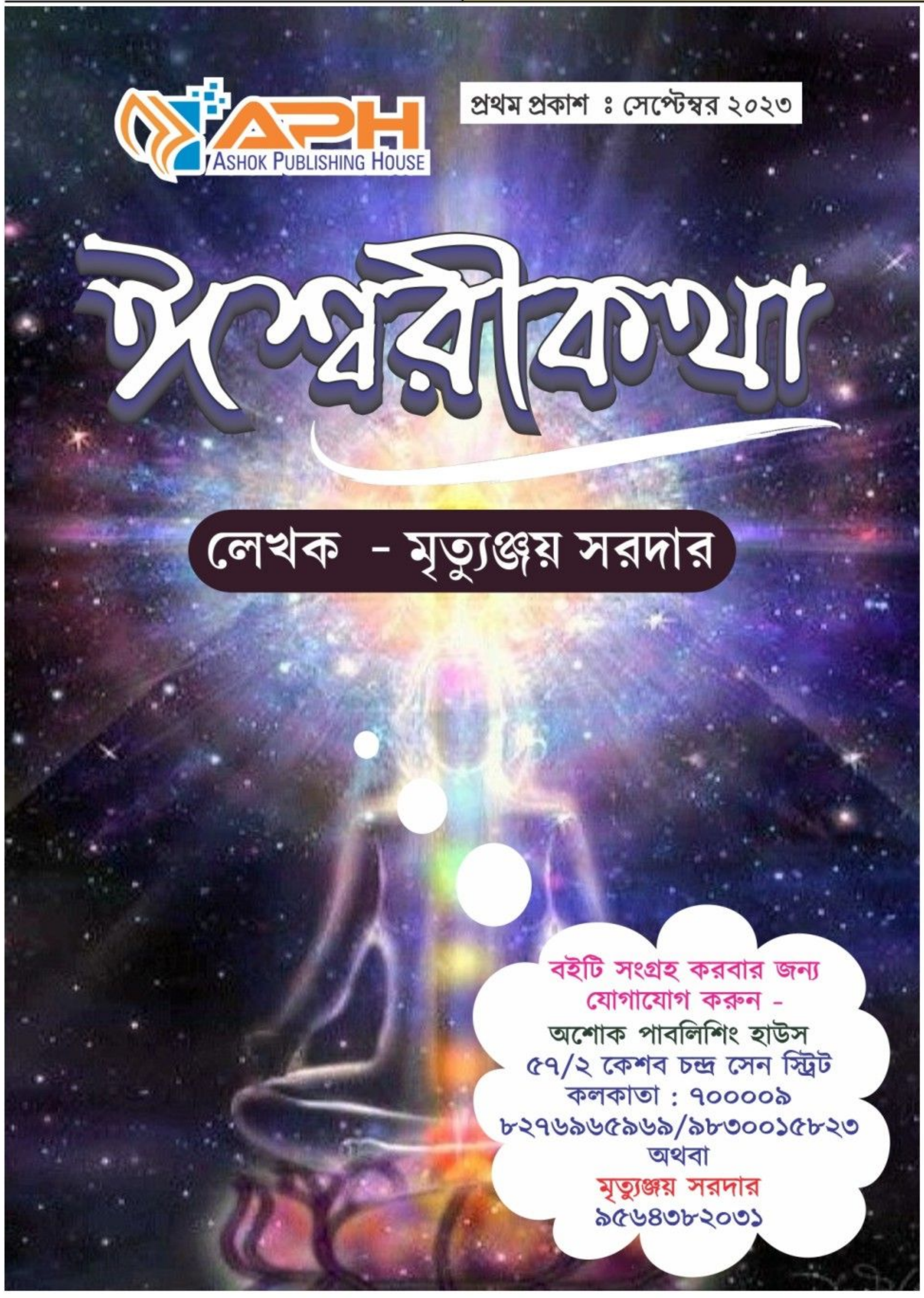

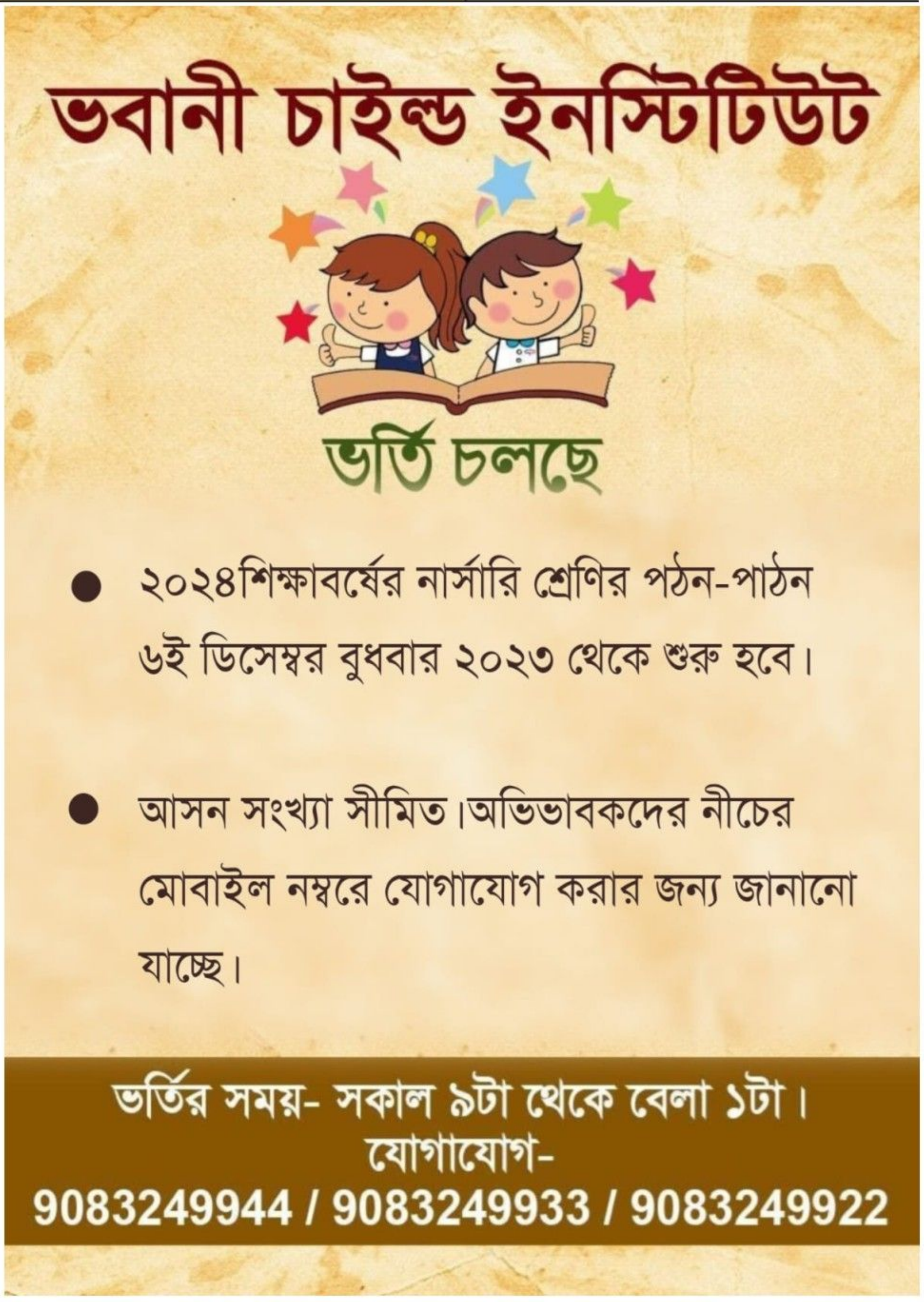

হরিণ প্রজাতির একটি প্রাণী

দেখা মিলল চন্দ্রকোনায়

শান্তনু বর্ধন: নিউজ সারাদিন : চন্দ্রকোনায় দেখা মিলল নীল গায়ের। নীলগাই দেখতে মানুষের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো, কিন্তু কোথা থেকে এই এলাকায় আসলো নীল গায় উত্তর নেই কারো কাছে। নীলগায় আসলে হরিণ প্রজাতির একটি প্রাণী।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা চন্দ্রকোনার মনোহরপুর এলাকায় মাঠে ধান কাটতে গিয়ে কৃষকেরা দেখতে পায় ঘোড়ার মত একটি প্রাণী ছুটে পালাচ্ছে, কিন্তু প্রথমে এলাকার মানুষজন সেই ঘোড়া ধরতে তৎপর হলেও কিন্তু তার নাগাল পায়নি, খবর ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন এলাকায়। যদিও পরে এলাকার মানুষজন জানতে পারে ওটি এটি নীল গায়। মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল লাগোয়া কুসমান এলাকার একটি জঙ্গলে নীলগাইটি রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। বনদপ্তর সূত্রে খবর খড়গপুরের হিজলির জঙ্গল থেকে এই নীল গায়টি এসে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বনদপ্তর থেকে নীলগায় উদ্ধার করার জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

শীতের শুরুতে পরিযায়ী পাখি

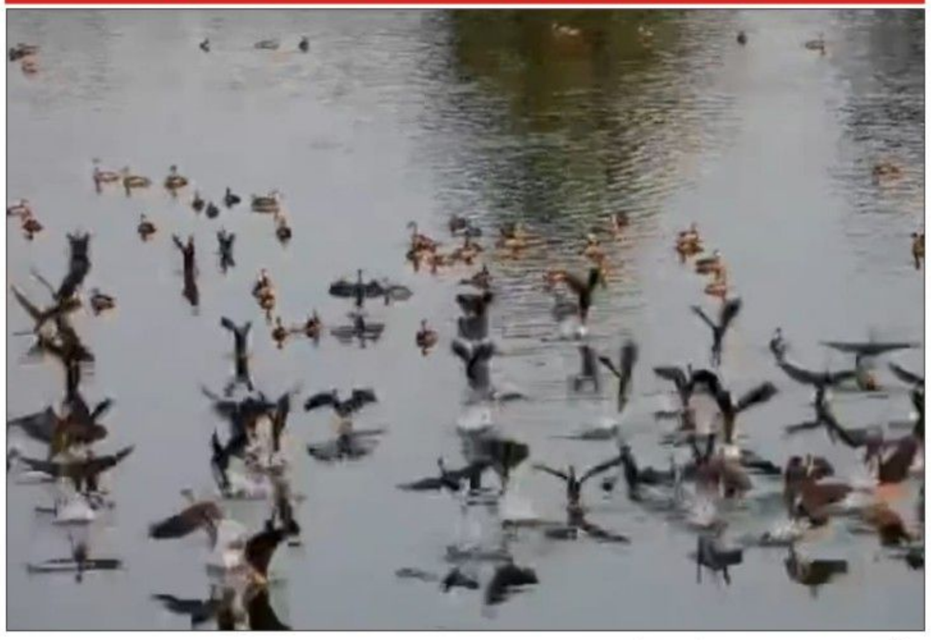

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শীতের শুরুতেই ঝাকে ঝাকে উড়ে আসে সারল হাঁস, জল পিপি, ব্রোঞ্জ উইঙ্গেড় সহ নানান প্রজাতির পরিযায় পাখি। পাখি দেখতে জলাশয়ে ভিড় করে পাখিপ্রেমী মানুষজন, জলাশয় ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি স্থানীয়দের।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও শীতের শুরুতেই ভিন দেশ থেকে উড়ে এসে ঘাটাল পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ড হরিসিংহপুরের জলাশয়ে ভিড় জমায় পরিযায় পাখির দল। শীত পড়তেই ঘাটালের জলাশয়ে আসতে শুরু করেছে পাখিরা। এলাকার বাসিন্দাদের মন আনন্দে ভরে উঠেছে তাদের দাবি শীতের কয়েকটি মাস এই পাখিদের কলরবেই তাদের ঘুম ভাঙে আবার দিনের শেষে কিচিরমিচির আওয়াজ করে উড়ে যাই ওরা। তবে এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনই ব্যবস্থা নেয়া হয়নি এই পরিযায়ীদের জন্য। এলাকাবাসীরা নিজেরাই পাহারা দেন যাতে পাখিদের কেউ বিরক্ত না করে। এলাকাবাসীর দাবি বহুদূরান্ত থেকে মানুষ আসেন এই পাখি দেখতে, তাই এই জলাশয় ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

জগৎ জননী জগদ্ধাত্রীর আরাধনায় ভদ্রেশ্বরের ঘোষ বাড়ি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্গাপূজার আনন্দমুখর মেজাজ কাটতে না কাটতেই বাঙালি মন মেতে ওঠে মা জগদ্ধাত্রীর আরাধনায়। যিনি জগৎকে ধারণ করেন তিনি হলেন জগদ্ধাত্রী ।সিংহবাহিনী ,করীন্দ্রাসুর অর্থাৎ হস্তি রূপে অসুরের পৃষ্ঠে দন্ডায়মান দেবী ত্রিনয়না চতুর্ভূজা। দেবীর উদীয়মান সূর্যের ন্যায় গাত্র বর্ণ, দেবীর চার হাতে রয়েছে শঙ্খ ,চক্র, ধনুক ও বান।

বিশেষত কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের প্রাণশক্তি দেবী জগদ্ধাত্রী। এই দেবীর সূচনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে রয়েছে অনেক মতবিরোধ। অনেকের মতে স্বপ্নাদেশে দেবী জগদ্ধাত্রী পূজার সূচনা করেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, তার নিজস্ব রাজবাড়িতে।

কোন স্বপ্নাদেশ নয় ২০০৬ সালে দুই বন্ধু মিলে বড় ঠাকুরের আদলে, নিজ হাতে প্রতিমা গড়ে খেলার ছলে শুরু করেন দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। তখনও কেউ জানতো না ,কালক্রমে এই পুজোই ঘোষ বাড়িতে এত সুন্দর রূপ ধারণ করবে। দেবীর আগমন ঘোষ বাড়িতে না হলেও চার বছর পর থেকে প্রতিবছর দেবী ভদ্রেশ্বরের, ৫ নং তেলিপাড়া লেনের ঘোষ বাড়িতে অধিষ্ঠিত হন। আর্থিক সংকটের কারণে এক বন্ধু পিছিয়ে যায় ঠিক তখনই মায়ের ইচ্ছায় আর এক বন্ধু পরিবারের সকলকে সাথে নিয়ে এই পুজো করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৪৩০ সন অর্থাৎ ২০২৩ সালে এসে মা এবারে এক যুগ পূর্ণতা পেল। তামসিক রূপী দেবী জগদ্ধাত্রী ঘোষ বাড়িতে সাত্ত্বিক মতেই পূজিত হন। সপ্তমী ,অষ্টমী ও নবমী এই তিন প্রহরের পুজো কেবল নবমী তিথিতেই পালিত হয়। তপন বাগের মৃৎশিল্পে, দেবী ঘোষ বাড়িতে দেবীমূর্তি রূপে পূজিত হন। দেবীর হলুদাভ গাত্রবর্ণ। দেবী করিন্দ্রাসুর ও তার বাহন সিংহের ওপর আসীন। দেবীর পরনে থাকে বেনারসি, দেবী নানা অলংকারে ভূষিত হন। সোনা ও হীরে দ্বারা গঠিত দেবীর ত্রিনয়ন। মায়ের ইচ্ছায় প্রতিবছর কোন না কোন দান সামগ্রী এসেই যায়।

নবমী তিথিতে ভোর ৬ টায় ঘটস্নান দ্বারা দেবী পূজার শুভ সূচনা হয়। মহাসমারহে চলতে থাকে টোলের পন্ডিত দ্বারা দেবীর আরাধনা। রাত ৯ টা নাগাদ সন্ধ্যা আরতি পূজার মাধ্যমে নবমী তিথি পূজার সমাপ্তি ঘটে। মাকে দেওয়া হয় নিরামিষ ভোগ প্রসাদ। ভোগে দেওয়া হয় বাসন্তী পোলাও, খিচুড়ি, আলুর দম, লাবরা ,পায়েস, মিষ্টি । সেই দিনই দ্বিপ্রহরে প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ মানুষের নরনারায়ন সেবার ব্যবস্থা থাকে। শোনা যায়, মায়ের কৃপায় অনেকেই দূরারোগ্য ব্যাধি থেকে ভালো হয়ে উঠেছেন তাই বহু মানুষ এই মায়ের কাছে মানত করেন। মা আমাদের সাক্ষাৎ জগৎজননী ।পরের দিন অর্থাৎ দশমী তিথিতে মাঙ্গলিক প্রথা মেনে দেবীর দর্পণের মাধ্যমে বিসর্জন করা হয়। একাদশীর দিন শোভাযাত্রার মাধ্যমে ঘোষ বাড়ির দেবী জগদ্ধাত্রীর মূর্তি রূপ গঙ্গা বক্ষে নিরঞ্জন করা হয়।

হয়তো পরবর্তীকালে মায়ের ইচ্ছায় আরো আর্থিক সাহায্য পেলে এই পুজো আরো বড় রূপ ধারণ করবে।

অসুস্থ জ্যোতিপ্রিয়, জেল থেকে

সোজা নিয়ে যাওয়া হল এসএসকেএমে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অসুস্থ রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রেসিডেন্সি জেল থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রক্তে শর্করার মাত্রা আচমকা বেড়ে যায় মন্ত্রীর। চিকিতসকের পরামর্শ মতো তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চলছে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা।গত ১৬ নভেম্বর, আদালতে সশরীরে হাজিরাও দিতে পারেননি জ্যোতিপ্রিয়। শারীরিক অসুস্থতায় ভারচুয়ালি শুনানিতে অংশ নেন। জেলবন্দি মন্ত্রীর রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যন্ত বেশি বলেই দাবি করেন তাঁর আইনজীবীরা। হাসপাতালে ভর্তির আর্জি জানিয়েছিলেন মন্ত্রী। যদিও তাঁর আর্জি খারিজ হয়ে যায়। তার ঠিক পরদিনই জেলে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট হয় জ্যোতিপ্রিয়র। জেলেই তাঁকে অক্সিজেনও দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ফের জেলে অসুস্থ মন্ত্রী। এবার এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে।গত ২৭ অক্টোবর মাঝরাতে রেশন দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। প্রথমবার আদালতে পেশ করার সময়েও অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই সময় তাঁকে বাইপাসের ধারে এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিতসার পর ইডি হেফাজতে ছিলেন মন্ত্রী। আদালতে পেশের সময় একাধিকবার নিজেকে অসুস্থ বলে দাবি করেন। তাঁর বাম হাত ও পা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে বলেও জানান। এমনকী মৃত্যুর আশঙ্কাও করেছিলেন মন্ত্রী।

পালঘরে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র মাধ্যমে

মানুষের কাছে বিভিন্ন তথ্য পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার দাহানুতে সেন্ট মেরী হাইস্কুলে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা' উপলক্ষে একটি বহুমুখী শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল রমেশ বাইস বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যোগ্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী 'জনজাতীয় গৌরব দিবস' উপলক্ষে গত বুধবার, ১৫ নভেম্বর, ঝাড়খণ্ডের খুন্তি থেকে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র সূচনা করেন। এই উপলক্ষে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রচারমূলক ভ্যানগুলি মহারাষ্ট্রের পাঁচটি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলার বিভিন্ন তালুকে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের কাছে তথ্য সরবরাহ করছে।

পালঘরে অনুষ্ঠিত বহুমুখী শিবিরে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল বলেন, দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন যাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। একটি সরকারি প্রকল্প তখনই সফল হবে যখন সমাজের প্রান্তিক স্তরের মানুষেরা তার সুফল পাবেন। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও ভারত এখনও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। আমাদের দেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার সঙ্কল নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র মাধ্যমে আদিবাসী সমাজ এবং গ্রামাঞ্চলের উন্নয়ন নিশ্চিত করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিমন্ত্রী শ্রী কপিল মোরেশ্বর পাতিল, মহারাষ্ট্র সরকারের পালঘর অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী রবীন্দ্র চ্যবন সহ বিশিষ্টজনেরা এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য রাজ্যপাল সকলের কাছে আবেদন জানান। এর মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানোন্নয়ন হবে। শ্রী পাতিল জানান, গত ৯ বছর ধরে আদিবাসী সমাজের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে উন্নয়নের মূল ধারার সঙ্গে তাঁদের যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উন্নত ভারত গড়ার যে সঙ্কল্প নিয়েছেন, তার বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।

'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র প্রচারমূলক ভ্যান পালঘর জেলার পালসাই গ্রামে পৌঁছলে সাধারণ মানুষ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। নানদেদ জেলায় কিনওয়াত তালুকের থারা গ্রামে এবং বোধি গ্রামে আরও দুটি প্রচারমূলক ভ্যান পাঠানো হয়েছে। নান্দুবার জেলার শাহাদা গ্রামে একটি প্রচারমূলক ভ্যান 'পিএম সেলফি বুথ' বসায়। ঐ বুথে নিজস্বী তোলার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা নজরে এসেছে। বিদর্ভ অঞ্চলের গড়চিরৌলি জেলায় আহেরি এবং আরমোরী গ্রামে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র ভ্যানগুলি পৌঁছলে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। এরকম আরও একটি ভ্যান নাসিক জেলার বাগলান তালুকে সাধারণ মানুষের কাছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বিষয়ে অবহিত করতে লিফলেট ও পুস্তিকা বিতরণ করে। এই কর্মসূচিতে স্থানীয় ভাষায় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি থেকে জাতীয়, রাজ্য এবং জেলাস্তরে কি কি সাফল্য অর্জিত হয়েছে, সে বিষয়েও নানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

উজ্জ্বলা যোজনা'য় আধারের তথ্য যাচাই

এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'য় যোগ দিয়েছেন

কলকাতা, ২১ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় সরকার সমাজের প্রান্তিক স্তরে থাকা মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে তাঁদের জীবনযাত্রা আরও সহজতর হয়ে ওঠে। 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা'র মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে রান্নার গ্যাস মহিলাদের কাছে সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পে আধারের তথ্য যাচাই একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এছাড়াও, আইসিএআর-এর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলি থেকে মহিলা কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করার জন্য নানা

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

ডাঃ উমেশ ভার্মা বিজেএমসি-এর নতুন রাজ্য সভাপতি

জয়দীপ য়াদব, কলকাতা: নিউজ সারাদিন : আজ, দেশের রাজধানী নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা মজদুর সেলের নবনির্বাচিত সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বিজেএমসি প্রধান অর্ণব চ্যাটার্জি মিঠু এসব তথ্য জানান। তিনি জানান, ডাঃ উমেশ ভার্মাকে দিল্লির সভাপতি করা হয়েছে। এ সময় সেলের জাতীয় সম্পাদক নাজির আনসারি, হরিয়ানা, দিল্লি ও ইউপির সংস্থার ইনচার্জ রাজু আয়েঙ্গার, সেলের আইন সেলের সচিব রিম্পি মুখার্জি, অভিজিৎ দাস, শ্যামল হালদার বক্তব্য রাখেন। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্কার গুরদীপ সিং, রাজকুমার, অধ্যাপক ভূপেশ আনন্দ, সিএ অভিজিৎ, শ্যামল এবং এমডি মুনির উপস্থিত ছিলেন।

১-ম পাতার পর

টানেলে আটকে মরতে বসেছে শ্রমিকেরা, আর প্রধানমন্ত্রী খেলা দেখছেন! কটাক্ষ সেলিমের

করা হয়নি, এর জবাব কেন্দ্রকে দিতে হবে।'পরিবেশবিদদের সতর্কতাকে উপেক্ষা করে যেভাবে গায়ের জোরে সুড়ঙ্গ খননের কাজ শুরু করা হয়েছে, তার যৌক্তিকতা নিয়েও বড় প্রশ্ন তুলেছেন সেলিম। তিনি বলেন, 'যারা নিজেদেরকে বিশ্বগুরু বলে সাইনবোর্ড লাগাচ্ছে, তাঁরা পরিবেশবিদদের কথাকে উপেক্ষা করে যেভাবে টানেল নির্মাণ করছে সেটা শুধু অবৈজ্ঞানিক নয়, প্রকৃতি বিরোধীও।'

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ৩ নভেম্বর হাওড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপিএমের বর্ধিত রাজ্য অধিবেশন। তিনদিনের ওই অধিবেশন শেষে জেলায় জেলায় অধিবেশন শুরু হয়েছে। সোমবার জলপাইগুড়ি জেলার ওই অধিবেশনে যোগ দিতে এসে একথা বলেন সেলিম।

এদিনের মঞ্চ থেকে ফের বিজেপি এবং তৃণমূলের আঁতাত নিয়ে সরব হতে দেখা যায় সিপিএমের রাজ্য সম্পাদককে। সেলিমের দাবি, 'বিজেপি তৃণমূলের সেটিং নিয়ে আগে আমরা বলতাম। এখনও ওদের সেটিং নিয়ে রাজ্যের মানুষ বলছে। মোহন ভাগবতকে দিয়ে এই সেটিংটা হয়েছে। ওদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই নাটক ছাড়া কিছু নয়।'

১-ম পাতার পর

সৌরভ পশ্চিমবঙ্গের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর

কিছু জানা যায়নি। মমতাও এ দিন শাহরুখ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। এর আগে তৃণমূল সাংসদ তথা অভিনেতা দেবকে রাজ্যের পর্যটন অ্যাম্বাসাডর ঘোষণা করেছিলেন মমতা। তবে মঙ্গলবার মমতা যা বলেন তাতে রাজ্যের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসাবেই তিনি প্রাক্তন ভারত অধিনায়ককে বাছেন। রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হলেও মুখ্যমন্ত্রী ও মহারাজের মধ্যে কখনও দূরত্ব তৈরি হতে দেখা যায়নি। গত সেপ্টেম্বর মাসে মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরের সময়ে মাদ্রিদ গিয়েছিলেন সৌরভও। স্পেনের বণিক মহলের সামনে বাংলার শিল্প সম্ভাবনা তুলে ধরেন তিনি। পাশাপাশি সৌরভ বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করেছিলেন, মেদিনীপুরে ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে বিনিয়োগ করবেন তিনি। মঙ্গলবার বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে সৌরভ স্পেনের ঘোষণা নিয়ে অবশ্য নতুন করে কিছু বলেননি। তবে নিজের বক্তৃতায় মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসা করেন। সৌরভ বলেন, "আমায় টেলিভিশনে দেখলেই উনি এসএমএস করেন। আমি এসএমএস করলে এক মিনিটে জবাব দেন। এ রকম খুব কম হয় যে দিদি এসএমএসের জবাব দিতে দেরি করেন।" সৌরভ বোঝাতে চান ব্যক্তিগত স্তরে মমতা এতটাই যত্নশীল।তা ছাড়া বিসিসিআই-এর দায়িত্বভার কাঁধের উপর না থাকায় সৌরভ হয়তো কিছু বাড়তি সময়ও বার করতে পারবেন এখন। রাজ্যের শিল্প নিয়ে সৌরভ এ-ও বলেন, "রাজ্যে সত্যিই বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আপনারা আসুন।"

১-ম পাতার পর

মমতাকে 'অগ্নিকন্যা'র তকমা! বাংলায় ২০ হাজার কোটি বিনিয়োগের বিরাট ঘোষণা মুকেশ অম্বানীর

মধ্যেই উপস্থিত রয়েছেন রিলায়েন্স কর্ণধার মুকেশ অম্বানী ।সেখান থেকেই তৃণমূল সুপ্রিমোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তিনি।

বাংলায় ২০ হাজার কোটির বিনিয়োগের ঘোষণা

শুধু তাই নয়, এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে 'সত্যিকারের অগ্নিকন্যা' বলে সম্বোধন করলেন রিলায়েন্স কর্তা। কিছুটা আবেগ নিয়েই তিনি বললেন, 'প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী আপনাকে যেমন বলতেন, আপনি সত্যিই অগ্নিকন্যা।' এখানেই শেষ নয়, রাজ্যে এল বিপুল বিনিয়োগও।

বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে দাঁড়িয়ে বাংলায় বিনিয়োগের কথা জানিয়ে দিলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান। মুকেশ অম্বানী বলেন, "বাংলা এখন এগিয়ে যাওয়ার দিশারি হয়ে উঠেছে। এ রাজ্যের জিডিপিও জাতীয় স্তরে অনেকটাই বেশি। রাজ্যের জিডিপি এখন ১১.৫ শতাংশ। বাংলার এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইন্ডিয়া এখন গোটা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। আগে রিলায়েন্স বাংলার উন্নতিতে কাজ করে যাবে।" বাংলার মানুষ ও মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ

রিলায়েন্সকে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন মুকেশ অম্বানি। তিনি আরও বলেন, "আমরা বাংলার বাসিন্দাদের ধন্যবাদ জানাই জিওকে গ্রহণ করার জন্য।"

বিহারে এক প্রবীণ সাংবাদিকের পৈত্রিক বাসভবনে পুলিশি অভিযানের নিন্দা হয়েছে দেশজুড়ে

এম কে মধুওয়ালা.সিনিয়র সাংবাদিক : মধুবনী/নয়াদিল্লি ২১ নভেম্বর ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : ছট উৎসবের মধ্যরাতে বিহারে দেশের প্রখ্যাত সিনিয়র সাংবাদিক ডঃ সমরেন্দ্র পাঠকের পৈতৃক বাসভবনে পুলিশ অভিযানের নিন্দা জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংবাদিক সংগঠন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব সহ রাজ্যের উচচপদস্থ আধিকারিকদের কাছে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে, প্রয়োজনে ঘেরাও করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা। ছট উৎসবের মধ্যরাতে বিহারের মধুবনী জেলার ভেজা থানা পুলিশ প্রবীণ সাংবাদিক ড. পাঠকের পৈতৃক বাসভবনে অভিযান চালায়।যখন তার পরিবারের সদস্যরা তাদের শত বছরের পুরনো পৈতৃক ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী ছট উৎসবে অংশগ্রহণকারীদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছিল। এটা সম্পন্ন করা হয়. তবে অভিযানে নেতৃত্বদানকারী ভেজা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাড়িতে আপত্তিকর কিছু না পাওয়ায় পুলিশ খালি হাতে ফিরেছে।পুলিশ আরও জানিয়েছে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তবে যারা উৎসবকে কেন্দ্র করে অসামাজিক অপপ্রচার চালাচ্ছিল তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি।

এদিকে এই ঘটনা নিয়ে জেডিইউ, আরজেডি, বিজেপি ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় দফতরে তুমুল আলোচনা চলছে। নেতৃবৃন্দ বিস্ময়ে বিস্মিত হলেন কে এই ঘটনার মূল পরিকল্পনাকারী?কেন তার বিরুদ্ধে এখনও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?

ডা. পাঠক জানান, তিনিও এ বিষয়ে তথ্য পেয়েছেন।তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো পদক্ষেপ জনসেবার কাজে কোনো প্রভাব ফেলবে না।তিনি বলেন, কোন প্রভাবশালী ও সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ এ ব্যবস্থা নিয়েছে। দেখা হয়েছে। যাবে।

জয়েন ফোরাম অব জার্নালিস্ট অর্গানাইজেশনের প্রধান সুলতান এস. কুরেশি, সার্ক সাংবাদিক ফোরামের আন্তর্জাতিক প্রধান ও ভারতীয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রাম নাথ বিদ্রোহী, ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (ইউআইজেএ) সভাপতি উমেন্দ্র দধিচ, পিরিওডিকাল প্রেস অফ ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট ডক্টর সুরেন্দ্র শর্মা, বিহারের সিনিয়র সাংবাদিক সুশীল ভারতী এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ড. বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কেশব চৌধুরী অবিলম্বে এই ঘটনার দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন, অন্যথায় তিনি দেশব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

২ পাতার পর

উজ্জ্বলা যোজনা'য় আধারের তথ্য যাচাই এবং কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ সহ নানা তথ্য সংগ্রহ করতেপশ্চিমবঙ্গের মহিলারা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'য় যোগ দিয়েছেন

উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'য় বিপুল সংখ্যক মহিলা অংশগ্রহণ করছেন। ড্রোনের সাহায্যে কিভাবে কীটনাশক খেতের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ চোখে পড়ার মতো নজরে এসেছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইসিএআর-এর কৃষি বিশেষজ্ঞরা আজ ঝাড়গ্রাম জেলার লোধাসুলিতে কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধির জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য পরিবেশন করেছেন। এই অনুষ্ঠানে কৃষিকাজে যুক্ত মহিলারা বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিভিন্ন পরামর্শ সংগ্রহ করেন। আলিপুরদুয়ার জেলার তোপশিখাতা গ্রাম পঞ্চায়েতে সোমবার 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়োজন করা হয়। আজ ঐ জেলার সালকুমার - ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচির প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরার দাবাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত এবং বাঁকুড়ার খাতরার দাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধরগ্রামে 'বিকশিত ভারত সঙ্কল্প যাত্রা'র আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে তেল বিপণন সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা ভর্তুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস ব্যবহারকারীদের আধারের তথ্য যাচাই কর্মসূচীতে যোগ দেন। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ভর্তুকির টাকা সরাসরি পৌঁছে যাবে। এই উদ্যোগে মহিলারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন। এছাড়াও, গ্যাসের সংযোগ পেতে ব্যক্তিগত তথ্য পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়েও এই কর্মসূচীতে সহায়তা করা হয়েছে।

রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন যুব নেতা

বারাকপুর: নিউজ সারাদিন : ফের জগদ্দলে শুটআউট। এবার সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ভাইপোর ছায়াসঙ্গী তথা এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য চলল ৯ রাউন্ড গুলি। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন যুবক। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় উত্তর ২৪ পরগনার জগদ্দলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয়রা জড়ো হয়ে যান মুহূর্তেই। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। তড়িঘড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় ভিকিকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানে মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত জগদ্দল।জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ যুবকের নাম ভিকি যাদব। উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের মোমিনপাড়ার বাসিন্দা তিনি। সক্রিয় তৃণমূল কর্মী হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন তিনি। শোনা যাচ্ছে, অর্জুন সিংয়ের ভাইপোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন ভিকি। মঙ্গলবার বিকেলে বাড়ির কাছেই ছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে করে এসে দুষ্কৃতীরা ভিকিকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি ৯ রাউন্ড গুলি চালায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন যুবক।

বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ না করলে ১ কোটি টাকা জরিমানা, সুপ্রিম নির্দেশে বিপাকে পতঞ্জলি

নয়াদিল্লিঃ নিউজ সারাদিন : সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা পতঞ্জলির। বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন তৈরি করা যাবে না। ভুয়ো তথ্য দেওয়া বিজ্ঞাপন তৈরি করলে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা ভুগতে হবে। পতঞ্জলিকে এই নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আধুনিক ওষুধ ও চিকিতসা পদ্ধতির বিরোধিতা করে বিজ্ঞাপন তৈরির অভিযোগ যোগগুরু রামদেবের মালিকানাধীন সংস্থার বিরুদ্ধে।উল্লেখ্য, রামদেবের বিরুদ্ধেও একাধিক মামলা ঝুলছে সুপ্রিম কোর্টে। কোভিড অতিমারীর সময়ে করোনার চিকিতসায় অ্যালোপ্যাথির ব্যবহার নিয়ে একাধিক নেতিবাচক মন্তব্য করেছিলেন যোগগুরু। চিকিতসকদেরও তোপ দাগেন তিনি। তার পরেই একাধিক রাজ্যে এফআইআর দায়ের করে আইএমএফ। সমস্ত অভিযোগের তদন্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন যোগগুরু। সেই তদন্ত চলাকালীনই পতঞ্জলির বিজ্ঞাপন নিয়ে অস্বস্তি বাড়ল তাঁর।সেই মামলার শুনানি চলাকালীনই এই নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। উল্লেখ্য, পতঞ্জলির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন।

আধুনিক ওষুধের বিরোধিতা করে ভুল তথ্য দিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করছে পতঞ্জলি, এই মর্মে মামলা দায়ের করে আইএমএ। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি ছিল। সেই সময়েই পতঞ্জলির বিজ্ঞাপনগুলোকে কড়া ভাষায় তিরস্কার করে শীর্ষ আদালত। সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, বিভ্রান্তিকর বা ভুয়ো তথ্য নিয়ে বিজ্ঞাপন তৈরি করা যাবে না। যদি আগামী দিনে এমন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয় তাহলে বড়সড় জরিমানার মুখে পড়বে পতঞ্জলি। বিজ্ঞাপনপিছু ১ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যেতে পারে। মেডিক্যাল ক্ষেত্রে ভুয়ো বিজ্ঞাপন বন্ধ করা নিয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবও জানতে চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩১৬ সংখ্যা ২২ নভেম্বর, ২০২৩ বুধবার ০৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মোদির ডাকা জি-২০ ভার্চুয়াল সম্মেলনে বাইডেনের যোগদান অনিশ্চিত

হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলন। ২২শে নভেম্বর বুধবার এই সম্মেলনে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যোগদান করবেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতারা। তবে এই সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকতে পারেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত এরিক গারসেত্তি জানিয়েছেন,' মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভার্চুয়াল জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে পারবেন কিনা তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।' তবে বুধবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জি-২০ ভার্চুয়াল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।এ প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক বহু পুরনো। তবে সম্প্রতি নয়াদিল্লি- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাছাকাছি এলেও মস্কোর সঙ্গে যে পুরনো সম্পর্কের সুতোয় টান পড়েনি তা একাধিকবার স্পষ্ট করে দিয়েছে ভারত। ২২শে নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া জি-২০ সম্মেলনে ৯টি অতিথি দেশ এবং ১১টি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধানরা ভার্চুয়ালি ভাবে অংশগ্রহণ করবেন । এই সম্মেলন শেষ হবে ৩০ নভেম্বর। জি-২০ সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন প্রদজান্মন্ত্রি নরেন্দ্র মোদি। তবে এই সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির এই অনুপস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।গত ১০ সেপ্টেম্বর জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করেননি পুতিন। তবে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাইডেন। তাই পুতিনের সেই অনুপস্থিতি নিয়ে জলঘোলা হয়েছে বিস্তর। কূটনৈতিক মহলের একাংশ ভারত-রাশিয়ার সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। মনে করা হচ্ছিল, নয়াদিল্লির আমেরিকা ঘনিষ্ঠতায় কিছুটা হলেও রুষ্ট মস্কো। কিন্তু সেই সমস্ত জল্পনা উড়িয়ে বন্ধু মোদির ডাকে সাড়া দিলেন পুতিন।

অযোধ্যা রামমন্দিরের পুরোহিত হতে ৩ হাজার আবেদন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অযোধ্যা রামমন্দির যখন উদ্বোধনের অপেক্ষায় দিন গুনছে, তখন রামলালার পূজারী নির্বাচনের কাজও চলছে তড়িতগতিতে। অযোধ্যায় রামমন্দিরের পুরোহিত পদের জন্য ৩ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছিল। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ অছি পরিষদ তার মধ্য থেকে ২০০ জনকে চূড়ান্ত পর্বে মনোনীত করেছে। রামমন্দির ট্রাস্টের কোষাধ্যক্ষ গোবিন্দদেব গিরি বলেন, ইন্টারভিউয়ে কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন করা হবে। বিভিন্ন ধরনের পূজাপদ্ধতি, বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ও তার অর্থ ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাওয়া হবে। সন্ধ্যা বন্দনের পদ্ধতি এবং মন্ত্র, কর্মকাণ্ডের বিশেষ মন্ত্র সম্পূর্ণ মুখস্থ বলতে হবে। ৬ মাসের প্রশিক্ষণ শিবির চলবে। এই সময়ে ২০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। মাসে ২ হাজার টাকা করে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে তাঁদের।মেধা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁদের বাছাই করা হয়েছে। এরপর তাঁদের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। অযোধ্যার করসেবকপুরমে এই ইন্টারভিউ নেবেন তিন হিন্দু পূজারী। বৃন্দাবনের জয়কান্ত মিশ্র এবং অযোধ্যার দুই মহন্ত মিথিলেশ নন্দিনী শরণ ও সত্যনারায়ণ দাস। সবশেষে ২০ জনকে মূল পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে। রামজন্মভূমি মন্দির চত্বরে থাকা বিভিন্ন মন্দিরে যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁদের বিভিন্ন পদে নিয়োগ করা হবে। তার আগে এই ২০০ জনকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যাঁরা নির্বাচিত হবেন না, অথচ মনোনীত করা হয়েছে তাঁদেরও প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র দেওয়া হবে। ভবিষ্যতে কোনও পদ খালি হলে সেখানে নিয়োগ করা হতে পারে তাঁদের।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

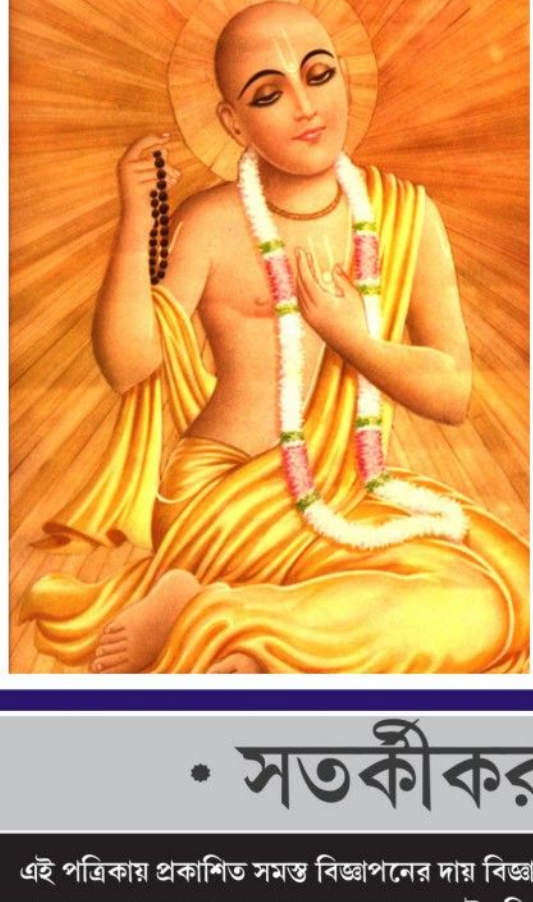

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বিদ্যাধর পাত্র কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে ঠিক কোন সময়ে এই ধরণের যোগাযোগ করেছিলেন, সে বিষয়ে অবশ্য শ্রীযুক্ত রাওয়ের মত নিশ্চিত হওয়া যায় না। বিদ্যাধরের মতো উচ্চাকাঙ্খী ও অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যাক্তির পক্ষে কলিঙ্গযুদ্ধ চলার সময়ও কৃষ্ণদেব রায়ের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ রেখে চলা অসম্ভব নয়। বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্রের পক্ষে মন্দারনদুর্গ দখল করা সম্ভব হয়নি। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

ঈশ্বর নিয়ে এমন ভাবে প্রচলিত আছে জন্মের পর হইতে মানুষ ঈশ্বরই শব্দটাই শুনে আসছে। তাই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং ভরসা আর তার অনুভূতি পেয়ে থাকে মানুষ প্রায় ৯০ শতাংশ। মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঈশ্বরের সঙ্গে সংস্পর্শ তৈরি হয়, অতি এবং অনিবার্য। তার থেকে জন্ম নেয় ভক্তি, সাধন ভজন আর উপলব্ধির একান্ত বিশ্বাস। এসব কিছু

মানুষ মায়ের পেটে থেকে শিখে আসে না!জন্ম নেওয়ার পর থেকেই এই পৃথিবীর বুকে বড় হওয়ার সময় তার বিবেক, বুদ্ধি ,বিবেচনা, বিশ্লেষণ মধ্য দিয়ে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে ।পৃথিবীর বুকে যত পাণ্ডিত্য জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মানোর পর হইতে পণ্ডিত হয়নি। তাদের শিক্ষা এবং কর্ম আর ধৈর্য্য পাণ্ডিত্য জায়গায় নিয়ে গেছে, সমাজের বিশিষ্ট পণ্ডিতদের চিরাচরিত ইতিহাস তাই বলছে।আমাদের সমাজের সঠিক শিক্ষা এবং দীক্ষার অভাব আছে,।সব মানুষ সঠিক শিক্ষা যদি শিক্ষিত হয় ,তাহলে আমাদের সমাজ অনেক উন্নতি হবে।আজো এই সমাজে এমন মানুষ আছে যাদের পুঁথিগত শিক্ষা অনেক উচ্চস্থানে লাভ করেছে, কিন্তু মানবিকতার সামাজিক শিক্ষা তারা অনেকটাই পিছিয়ে।সেই কারণে আমরা সবাই জঘন্যতম সামাজিক ব্যাধি আজও শিকার হচ্ছি । আমরা সবকিছু জেনে বুঝে কেমন যেন নির্বাক, নিজের স্বার্থের বাইরে কিছু ভাবতে পারিনা আমার।চিরাচরিত ইতিহাস বলছে বেশিরভাগ মানুষ স্বার্থনেশি, নিজের স্বার্থ ছাড়া ভাবতে পাড়ার মতন বিবেক শক্তি অনেকের নেই।সেই কারণে বিশ্বজুড়ে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে, তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে।পৃথিবীতে যখন পাপের ভরপুর হয়েছে ,তখনই পৃথিবীর কোনো না কোনো কারণে ধ্বংস করেছে পৃথিবীর রক্ষা কর্তা।তিনি এই ব্রম্ভান্ডের সর্বত্র বিরাজমান ছিল, তেমনই বহু তথ্য উঠে এসেছে আমার অনুসন্ধান বা গবেষণাতেই।ইচ্ছা শক্তির বিরুদ্ধে গিয়ে, হয়তো অনেকেই অনেক কিছু করতে বাধ্য হয়েছে ।কিন্তু ইচ্ছাশক্তির মানুষের বড় করার মহৌষধি। যার ইচ্ছা শক্তি যতটা বেশি, সে ততো বেশি গভীরে গিয়ে তার নিজের কর্ম দিয়ে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছে তার প্রতিষ্ঠিত জায়গা।পৃথিবীতে ইচছাশক্তি প্রবল এক মহামানবের জন্মগ্রহণ হয়েছিল, পৃথিবী আজব তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। তৎকালীন সময়ে পৃথিবী সম্পূর্ণ জলে ভরা, তেমনি কথা পৌরাণিক ভাবে কিছু পাঠ্যপুস্তক ও কাগজে লিপিবদ্ধ আছে।তাই আমাদের জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেকার ইতিহাস ও আমরা আজও জানতে পারি। সেই কারণে আর সেই তথ্য খুঁজতে গিয়েই বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য বেরিয়ে আসে যা আজও হিন্দু সনাতনী ধর্মের সঙ্গে অনেকটাই মিল আছে। প্রাচীন সনাতনী ধর্ম অবলম্বী কিছু মানুষ তাদের কর্ম, শিক্ষা, ও ধর্ম সংস্কৃতিবান দিয়ে তাদের নিজেরাই আজ সত্যের পথের পথিক হয়ে ঈশ্বরের পরিণতি হয়েছে। আজ আমরা যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি এটা কতটা সঠিক পথ, তা হয়তো আমাদের অনেকের অজানা। ধর্মের একমাত্র লক্ষ্য সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা,তৎকালীন যুগে ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বহু ব্যক্তি যুদ্ধ এবং বিগ্রহ শামিল হয়েছিল।ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য স্বয়ং নিজেই আবির্ভূত হয়েছিল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে,এই থেকে জন্ম হয় পৃথিবীর বুকে রাজনীতি। আর এই রাজনীতি করেছিল স্বয়ং ভগবান শিব নিজেই,সেই নাই প্রতিষ্ঠা করার রাজনীতি আজ আর আমরা এখন দেখতে পাই না।আসলে এ কথাটি বলার মতন বা লেখার মতন ইচ্ছা আছে আমার ছিলনা। কিন্তু আমি সমাজের বহু তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বারবার উপলব্ধি করেছি, রাজনীতির জন্ম সূত্রপাত কোথা থেকে তাই এ কথাটি লিখতে বাধ্য হলাম।এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেবাদিদেব মহাদেব তিনি সত্য ন্যায় পথিক ছিলেন,এই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেবাদিদেব নিজেই রাজনীতি করেছিল এই থেকে রাজনীতির সূত্রপাত।তবে রাজনীতি নিয়ে আজ লেখার কোন বিষয় বস্তু নয়, গবেষণার তথ্য অনুযায়ী এ কথাটি লিখতে বাধ্য হয়েছি। ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে, শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য যেমন আসবে তেমন বেকারত্বও কাটবে এবং তা নিম্নে আলোচনা করা হল।সবটাই আমাদের কাছে দিনের আলোর মত স্বচ্ছ, পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে বেশ অনেক তথ্যই রয়েছে যা অনেকেরই আজও অজানা এই সমস্ত গোপন তথ্য আপনার জীবনেও মিরাকেল ঘটাতে পারে। এমনই বেশ কিছু গোপন তথ্য রয়েছে শিব এবং পার্বতীকে নিয়েও। শিব হলেন হিন্দু ধর্মের প্রধান তিন দেবতার মধ্যে অন্যতম। তিনি সমসাময়িক হিন্দুধর্মের তিনটি সর্বাধিক প্রভাবশালী শৈব সম্প্রদায়ের প্রধান দেবতা। শিব হলেন ধ্বংস, সংহার ও প্রলয়ের দেবতা কথিত আছে, শিব কৈলাস পর্বতে সন্নাসীর জীবনযাপন করে। আবার গৃহস্থে তিনিই পার্বতীর স্বামী। পার্বতী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি রূপ। তিনি শিবের স্ত্রী এবং আদি পরাশক্তির এক পূর্ণ অবতার। তিনি গৌরি নামেও পরিচিত। শিব জীবনের বিভিন্ন সময়ে পার্বতীকে এমন অনেক মূল্যবান কথা বলেছিলেন যা আজও অনেকেরই অজানা। তবে আমরা এটা সবাই জানে তেত্রিশ কোটি দেবতার একেক জনের একেক রকমের বেশ। তবে এর মধ্যে শিব ঠাকুরের পোশাক কিন্তু বেশ 'ইউনিক'। বাঘছালকে পোশাক হিসেবে পরতে দেখা যায় একমাত্র তাঁকেই। মাথায় জটা, জটায় সাপ আর পরনে বাঘছালই অন্যান্যদের ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

'লৌহ কপাট'র ইতিহাস জানেন? এআর রহমানকে কবীর সুমনের প্রশ্ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাজী নজরুল ইসলামের 'লৌহ কপাট' গানটি যেভাবে গাওয়া হয়েছে তা নিয়ে বাংলায় শুরু হয় তুমুল বিতর্ক। এবার এই বিতর্কে মুখ খুললেন কবীর সুমন। আজ শুক্রবার সকালে ফেসবুক লাইভে আসেন শিল্পী। ফেসবুক লাইভে 'লৌহ কপাট' বিতর্কে তার অবস্থান স্পষ্ট করেন। লাইভের শুরুর দিকে 'রোজা' ছবির 'দিল হ্যায় ছোটা সা' গাইতে শুরু করেন সুমন। তারপর বাংলাদেশের এক শিল্পীর গাওয়া 'যদি সুন্দর'... গানটি গান। রহমানের তৈরি 'দিল হয়ায় ছোটাসা'র সঙ্গে এই দুই গানের অদ্ভুত মিল খুঁজে পান সুমন।

তিনি জানান, 'রোজা'র এই গান শুনে তার ভালো লাগার কথা। এ আর রহমানের প্রতি তার অনুরাগের কথা। কিন্তু এই রহমানই 'লৌহ কপাটে'র এমন সুর দিলেন! কবীর সুমন হতবাক!

সুমন বলেন, যারা গানের লিরিক দিলেন, তারা টাকা পেলেন। খুব ভালো কথা। টাকা সবার দরকার। এখানে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু কেউ কি একবারও রহমানকে বলে দেননি, কোন গানের রিমেক তিনি করেছেন! এই গানের ইতিহাস রহমান জানেন?

কবীর সুমন আরও বলেন, গানের অর্থটা জানার চেষ্টা করেছেন রহমান? ধরে নিন, এটা কাজী নজরুল ইসলামের লেখা নয়। তবুও কি গানের কথাগুলোর মানে বোঝা উচিত ছিল না? লিরিক শুনেই তো সুরটা দিতে হবে। তবে আজকাল এমনই গান হচ্ছে। যা শুনলে মনে হয়, মিক্সারের ভিতর সিমেন্ট, পাথর সব একসঙ্গে ঘুরছে। লৌহ কপাটের রিমেকও তাই! তবে ইনিই তো দিল হ্যায় ছোটা সা তৈরি করেছিলেন, সেই মানুষটা লৌহ কপাটের এমন সুর দিলেন! কেউ কি ছিলেন না, যে লৌহ কপাটের ইতিহাস রহমানকে বলে দেবেন, যে এই গানটার সঙ্গে একটা জাতির সংগ্রাম জড়িয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষদের কাছে একটা আবেদন রেখে তিনি বলেন, যে দেশ নজরুল ইসলামকে জাতীয় কবি হিসেবে সম্মান দিয়েছে, দয়া করে তারা একটা সাংবাদিক বৈঠক করুন। রহমানের সঙ্গে দেখা করুন। তাকে লৌহ কপাটের ইতিহাসটা বলুন। রহমানকে বলুন, ক্ষমা চাইতে হবে না। শুধু ইতিহাসটা জেনে নিন।

সোনমের অতিথি ডেভিড বেকহ্যাম

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : হঠাৎ ক্রিকেট মাঠে দেখা মিলল ফুটবল সুপারস্টার ডেভিড বেকহ্যামের। ভারতজুড়ে এখন চলছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট উন্মাদনা; যা দেখতে গ্যালারিভর্তি দর্শকের উল্লাস-উচ্ছ্বাসে শামিল হয়েছিলেন এই ইংলিশ ফুটবলার।

বুধবার মুম্বাইর ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বলিউড তারকাদের পাশে বসে ভারত-নিউজিল্যান্ড সেমিফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করতে দেখা গেছে তাঁকে। খেলা শেষে তিনি অতিথি হয়ে ছুটে গিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুরের বাসায়। কারণ, ইংল্যান্ড ফুটবল দলের সাবেক এই অধিনায়ককে নিমন্ত্রণ করেছিলেন সোনম ও তাঁর স্বামী আনন্দ আহুজা। আনন্দ লন্ডনের একজন শিল্পপতি। যে কারণে সোনম-আনন্দ দম্পতি কয়েক বছর ধরে ইংল্যান্ডে বাস করছেন। এরই সূত্রে ডেভিড বেকহ্যামের সঙ্গে গড়ে উঠেছে সখ্য। তাই নিজ দেশে এই ফুটবল তারকার আগমন উপলক্ষে নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন তারা। বেকহ্যাম তাদের নিমন্ত্রণ ফিরিয়ে দেননি।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম থেকে জানা গেছে, ইউনিসেফের কাজের সূত্রেই এখন মুম্বাইয়ে অবস্থান করছেন ডেভিড বেকহ্যাম। সেখানে বিশ্বকাপ ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা চলছে, যা মুগ্ধ করেছে এই ফুটবলারকে। তাই বুধবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ দেখছে ছুটে গিয়েছিলেন ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে।

সেই সুবাদে সাক্ষাৎ হয়েছে ভারতীয় চলচিচত্রের মেগাতারকা রজনীকান্ত, তারকা অভিনেতা-অভিনেত্রী রণবীর কাপুর, আনুশকা শর্মা, কিয়ারা আদভানি, ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারসহ অনেকের সঙ্গে। খেলা শেষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন সোনম কাপুরে বাসায় নৈশভোজে অংশ নিয়ে। এই ফুটবলারের সঙ্গে এ দিন আরও অতিথি হয়েছিলেন বলিউডের বেশ কয়েকজন শিল্পী ও নির্মাতা।

কাজের জন্য নেটফ্লিক্স-হটস্টারের প্রধানদের ফোন করেছি : সুস্মিতা সেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাবেক মিস ইউনিভার্স তিনি। নব্বইয়ের দশকের সাড়া জাগানো সুন্দরী। ১৯৯৬ সালে 'দস্তক' দিয়ে বলিউডে পা রাখেন। তারপর একের পর এক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। কিন্তু একটা সময় হঠাৎ করেই আড়ালে চলে যান সুস্মিতা। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণে সিনে পর্দা থেকে বেশ দূরে নিয়ে যান নিজেকে। তবে দীর্ঘদিন পর আবার ফিরেছেন পর্দায়। আর সেই ফেরার গল্পটা মোটেও সহজ ছিল না। নিজেকে বারবার ভেঙে গড়তে হয়েছে অভিনেত্রীর। কাজের জন্য ফোন করেছেন নির্মাতাদের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই জানালেন বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। মিড ডে'র সঙ্গে একটি নতুন সাক্ষাৎকারে সুস্মিতা সেন প্রকাশ করেছেন যে তিনি যখন শোবিজে ফিরে আসতে চেয়েছিলেন এবং অভিনয়ে ফিরতে চেয়েছিলেন, তখন তার হাতে কাজ ছিল না। তাই তিনি কাজের জন্য বিভিন্ন লোকদের ফোন করতেও দ্বিধা করেননি। সুস্মিতা জানিয়েছেন, তিনি নেটফ্লিক্স এবং ডিজনি+হটস্টারের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের প্রধানদের কাছে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি পর্দায় ফিরে আসতে চান।

সাক্ষাৎকারের সুস্মিতা বলেন, 'আমি নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও এবং হটস্টারের প্রধানদের ফোন করেছি। আমি বলেছিলাম, আমার নাম সুস্মিতা সেন। আমি একজন অভিনেত্রী ছিলাম। আমি অভিনয়ে ফিরতে চাই। কাজ করতে চাই।'

সুস্মিতা অভিনয় থেকে দীর্ঘ বিরতির পর ২০২০ সালে 'আরিয়া' দিয়ে ডিজিটাল প্লাটফরমে আত্মপ্রকাশ করেন। রাম মাধবানি পরিচালিত শোটির আগে সুস্মিতাকে 'দুলহা মিল গ্যায়া' এবং 'নো প্রবলেম'-এর মতো চলচ্চিত্রে, তবে সেটিও ছোট চরিত্রে। এ ছাড়া 'ফালতু'তেও তার একটি ক্যামিও ছিল। ২০১৫ সালে বাংলা চলচ্চিত্র 'নির্বাক'-এ অভিনয়ের পর অনস্ক্রিনে আর মূল চরিত্রে দেখা যায়নি অভিনেত্রীকে। এই বছরের শুরুর দিকে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তালি' দিয়ে বেশ প্রশংসা কুড়িয়েছেন সুস্মিতা। এতে একজন হিজড়া কর্মী গৌরী সাওয়ান্তের ভূমিকায় অভিনয় করেন সুস্মিতা। সিনেমাটি সমালোচকের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে আরিয়ার তৃতীয় সিজন। সিরিজটি বেশ দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

বচ্চন পরিবারের সঙ্গে ঐশ্বরিয়ার দূরত্ব বেড়েই চলছে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েকমাস ধরেই বলিউডে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, 'বচ্চন পরিবারে ফাটল ধরেছে'। মূলত ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে নাকি দূরত্ব বেড়েছে বচ্চনদের। চলতি মাসের প্রথম দিকে নিজের ৫০তম জন্মদিন একাই কাটিয়েছিলেন সাবেক বিশ্বসুন্দরী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন।

গত ১ নভেম্বর তার পাশে দেখা যায়নি স্বামী অভিষেক বচ্চন বা বচ্চন পরিবারের অন্য কোনো সদস্যকে। শুধু মেয়ে আরাধ্যা বচ্চন ও মা বৃন্দা রায়কে পাশে নিয়ে নিজের ওই বিশেষ দিন উদাপন করেছিলেন ঐশ্বরিয়া। দায় সারাভাবেই শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছিলেন অভিষেক।

ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনে বচ্চন পরিবারের অন্য সদস্যদের কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছাবার্তাও দেননি। এবার নাতনি আরাধ্যার জন্যই সেই একই ব্যবহার বচ্চন পরিবারের!

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার একমাত্র মেয়ে আরাধ্যা ১৩-এ পা দিয়েছে। মেয়েই জীবনের সবচেয়ে বড় উপহার, সামাজিক যোগোযোগমাধ্যমে লেখেন ঐশ্বরিয়া। মেয়েকেই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, জনিয়েছেন অভিষেকও। কিন্তু আরাধ্যার বাবা-মা ছাড়া বচ্চন পরিবারের অন্যরা একেবারে চুপ। অন্তত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দেখলে তাই মনে হচ্ছে।

এমনিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই সক্রিয় দাদু অমিতাভ বচ্চন। বিশ্বকাপ নিয়ে প্রায় প্রতি দিনই কিছু না কিছু পোস্ট দিচ্ছেন। কিন্তু নাতনির জন্মদিনে একটি বাক্যও খরচ করেননি তিনি। বউমা ঐশ্বরিয়ার জন্মদিনে মুখে কুলুপ এঁটেছিল বচ্চন পরিবার। এবার নাতনি আরাধ্যার জন্মদিনে একই ঘটনার পুনারবৃত্তি হওয়ায় অনুরাগীরা চিন্তিত।

অবশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় জীবনের সবটাজুড়ে নয়। প্রকাশ্যে শুভেচ্ছা না জানালেও বাস্তবে দাদু-নাতনির মধ্যে এই দিন কোনো কথা হয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। নাতনি এমনিতে দাদুর বেশ প্রিয় পাত্রী। এর আগে জন্মদিনে তিনি আরাধ্যাকে নানা নামীদামি উপহারে ভরিয়েছেন। এবারও তেমন কিছু হয়েছে কি না এ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে চলছে নানান আলোচনা।

বল সুইং না করলে
যা করেন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দাগ থেকে দারুণ কিছু হয় কিনা বলা কঠিন। তবে হার্ডিক পান্ডিয়ার ইনজুরি এক দিক থেকে বুমেরাং হয়েছে। তার ইনজুরিতে একাদশে ঢুকে মোহাম্মদ শামি আগুন ঝরানো বোলিং করছেন। বেঞ্চে বসে আসর শুরু করা শামি ৬ ম্যাচ খেলে আসরের সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট নিয়েছেন। তিন ম্যাচে ফাইফার তার নামের পাশে। সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্যারিয়ার সেরা ৫৭ রানে ৭ উইকেট নিয়েছেন। নিজের এমন ধারাাহিক বোলিংয়ের কারণ জানিয়েছেন শামি। স্টার স্পোর্টসকে বলেছেন, সব কিছুর আগে উইকেট বোঝার চেষ্টা করেন তিনি। এরপর ভান্ডারে জমানো অস্ত্র বের করেন। অনেকটা রোগী দেখে ওষুধ দেওয়ার মতো। শামি বলেছেন, 'আমি আগে উইকেট ও এর আচরণ বোঝার চেষ্টা করি। সুইং করছে কিনা, সুইং না করলে স্টাম্প টু স্টাম্প বোলিংয়ের চেষ্টা করি। এমন জায়গায় বল ফেলার চেষ্টা করি যেন শট খেলতে গিয়ে ব্যাটার এজড (ব্যাটে ঠিক মত না লাগা) হন।'

মাল্টাকে হারিয়ে
ইউরো নিশ্চিত ইংল্যান্ডের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইউরোয় জায়গা নিশ্চিত করতে একটি জয়ই যথেষ্ট ছিল। মাল্টার বিপক্ষে খেলতে নেমে সেই জয়টাই পেয়েছে হ্যারি কেইনরা। গ্রুপ 'সি'-এ ঘরের মাঠে ২-০ গোলে মাল্টাকে হারিয়ে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে খেলা নিশ্চিত করেছে ইংল্যান্ড।

ইংলিশ অধিনায়ক, বায়ার্ন মিউনিখ তারকা হ্যারি কেইন করেছেন জয়সূচক গোল। অন্য গোলটি এসেছে আত্মঘাতি থেকে। মাল্টার ফুটবলার এনরিকো পেপে নিজেদের জালেই বল জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কষ্টার্জিত জয়ের ইউরো নিশ্চিত করার পরও সন্তুষ্ট নন ইংল্যান্ড কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। তিনি নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা যে লেভেলের ফুটবল খেলি, তার ধারেকাছেও ছিলাম না আজ।'

খেলার ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ইংলিশ ফুটবলাররা গোলেরই দেখা পাচ্ছিলো না। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে ১৭১তম দল হচ্ছে মাল্টা। এমন একটি দলের বিপক্ষে ম্যাচের শুরুতে, ৮ম মিনিটে আত্মঘাতি গোলে এগিয়ে গিয়েছিলো ইংল্যান্ড। এরপর থেকে বলতে গেলে পুরো ম্যাচেই গোলশূন্য থাকতে হচ্ছিলো ইংলিশদের। যদি না ৭৫তম মিনিটে কেইন গোলটি না করতেন।

এ নিয়ে দেশের জার্সিতে ৬২তম গোল করলেন হ্যারি কেইন। বুকায়ো সাকার দুর্দান্ত একটি পাসে ফিনিশিং এনে দেন কেইন। পুরো ম্যাচেই দুর্দান্ত খেলেছিলেন বুকায়ো সাকা। এছাড়া ডেকলান রাইসের একটি গোল বাতিল করে দেয়া হয় অফসাইডের কারণে।

এই ম্যাচে জয়ের ফলে 'সি' গ্রুপে ৭ ম্যাচে ইংল্যান্ডের পয়েন্ট দাঁড়ালো ১৯। সমান সংখ্যক ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ইতালি এবং ইউক্রেন। গ্রুপে বাকি আর মাত্র একটি ম্যাচ। ওই এক ম্যাচ দিয়ে আর ইংল্যান্ডকে পেছনে ফেলা সম্ভব নয়। সুতরাং, ইউরো নিশ্চিত ইংলিশদের।

গোল উৎসবে মেতে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ল ইতালি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রথমার্ধে তিন গোল করে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিল ইতালি। বিরতির পর দুইটি শোধ করে লড়াই জমিয়ে তুলল নর্থ মেসিডোনিয়া। তবে শেষ পর্যন্ত পেরে উঠল না তারা। শেষের আরও দুই গোলে ইতালি মাঠ ছাড়ল বড় জয় নিয়ে। উজ্জ্বল করল সরাসরি ইউরোর মূল পর্বে খেলার সম্ভাবনা।

রোমের অলিম্পিক স্টেডিয়ামে শুক্রবার (১৭ নভেম্বর) রাতে ২০২৪ ইউরোর বাছাইয়ে 'সি' গ্রুপের ম্যাচটি ৫-২ গোলে জিতেছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। স্বাগতিকদের হয়ে জোড়া গোল করেন ফেদেরিকো চিয়েসা। একবার করে জালের দেখা পান মাত্তেও দারমিয়ান, জিয়াকোমো রাসপাদোরি ও স্তেফান এল শারাউই। ৭ ম্যাচে ৪ জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে উঠেছে ইতালি। তাদের সমান পয়েন্ট নিয়ে তিনে ইউক্রেইন। শেষ রাউন্ডে মুখোমুখি হবে দল দুটি। দিনের আরেক ম্যাচে মাল্টাকে ২-০ গোলে হারিয়ে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে ইংল্যান্ড। আগামী বছর জার্মানিতে অনুষ্ঠেয় ইউরোর টিকেট পেয়েছে তারা আগেই। ৭ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে নর্থ মেসিডোনিয়া। মাল্টা হেরেছে আট ম্যাচের সবগুলি। গত বছর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের প্লে অফ সেমি-ফাইনালে মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে হেরেই মূল পূর্বে যেতে ব্যর্থ হয়েছিল ইতালি। এবার ইউরোর বাছাইয়ে প্রথম দেখায় দলটির মাঠে ১-১ ড্র করে ফিরেছিল তারা।

ঘরের মাঠে শুরু থেকে আক্রমণে মেসিডোনিয়ার বিপক্ষে চাপ বাড়ানো ইতালি প্রথম ভালো সুযোগ পায় চতুর্দশ মিনিটে। দারুণ ফিনিশিংয়ে রাসপাদোরি জালে বল পাঠালেও অফসাইডের বাঁশি বাজান রেফারি। তিন মিনিট পর দলকে এগিয়ে নেন দারমিয়ান। ফেদেরিকো দিমারকো ছোট করে কর্নারে বল দেন রাসপাদোরিকে। তার ক্রসে দূরের পোস্টে হেডে বল জালে পাঠান অরক্ষিত দারমিয়ান। ৪৩তম মিনিটে মেসিডোনিয়ার বক্সে তাদের এক খেলোয়াড়ের হাতে বল লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তবে জর্জিনিয়োর দুর্বল শট সহজেই ফেরান গোলরক্ষক। মিনিট দুয়েক পরই অবশ্য ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় ইতালি। নিকোলা বারেল্লার পাস থেকে নিজের প্রথম গোলটি করেন চিয়েসা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে তার দ্বিতীয় গোলে স্কোরলাইন হয়ে যায় ৩-০।

দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে ব্যবধান কমান জানি আতানাসভ। ৭৪তম মিনিটে ২৫ গজ দূর থেকে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ম্যাচে উত্তেজনা বাড়ান ২৪ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। এরপর আর তেমন কিছু অবশ্য করে দেখাতে পারেনি মেসিডোনিয়া। ৮১তম মিনিটে রাসপাদোরির গোলের পর যোগ করা সময়ে এল শারাউইয়ের লক্ষ্যভেদে জয়ের আনন্দে মাঠ ছাড়ে ইতালি।

'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলেই আর্জেন্টিনা অজেয় দল নয়'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ জয়ের পর রীতিমত উড়ছিল আর্জেন্টিনা। সোনালী ট্রফি জয়ের পর থেকে দুটি প্রীতি ম্যাচ ও বিশ্বকাপ বাছাইয়ের চার ম্যাচে টানা জিতেছিল লিওনেল মেসির। উড়তে থাকা দলটিকে এবার মাটিতে নামিয়ে আনল উরুগুয়ে। তাদের ঘরের মাঠেই মেসিদের ২-০ গোলে হারিয়েছেন সুয়ারেজরা। এমন হারের পর অধিনায়ক লিওনেল মেসি প্রতিপক্ষকেই সব ক্রেডিট দিলেন। আর কোচ লিওনেল স্কালোনি মনে করিয়ে দিলেন, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলেই আর্জেন্টিনা অজেয় দল নয়।

ঘরের মাঠে উরুগুয়ের বিপক্ষে এমন পরাজয়ে ১৪ ম্যাচ পর হারের তেতো স্বাদ পেল লিওনেল মেসির দল। শুধু তাই নয়, এই হারে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে টানা ২৫ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড থেমে গেল আর্জেন্টিনার। তবে এই হারের পরও ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষেই আছে তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে উঠে এসেছে দ্বিতীয় স্থানে।

বুয়েন্স আয়ার্সে শুরু থেকেই আর্জেন্টিনার বিপক্ষে চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছে উরুগুয়ে। দুইবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল করেছেন রোনাল্ড আরাউহো ও দারউইন নুনেজ। ম্যাচটিতে লড়াই করতে পারেনি মেসির দল। আর্জেন্টাইন অধিনায়ক নিজেও এই জয় উরুগুয়ের প্রাপ্য বলে জানিয়েছেন। কোচ স্কালোনিও স্বীকার করেছেন, ভালো খেলেই ম্যাচ জিতে নিয়েছে উরুগুয়ে।

ম্যাচ শেষে আর্জেন্টিনার কোচ বলেন, 'সত্যি বলতে আমরা কখনোই এই ম্যাচে স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলাম না। এ জয়টা তাদের প্রাপ্য, কোনো সন্দেহ নেই। সত্য এটাই যে আমরা পুরো ম্যাচেই খেলার কৌশল খুঁজে পাইনি। দ্বিতীয়ার্ধে কিছু পরিবর্তন এনে ভুলগুলো শোধরানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনে হয়েছে এটা আমাদের দিনই ছিল না। আবারও বলছি, তারা যেভাবে খেলেছে, কৃতিত্বটা তাদেরই।'

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বলে আর্জেন্টিনা কোন ম্যাচ হারবে না এমনটা ভাবতেও বারণ করেছেন স্কালোনি, 'আমি মনে করি, এই দল কঠিন সময় কীভাবে পার করতে হয় সেটা জানে। দল হিসেবে আপনি হারবেন, জিতবেন, অন্য কোনো উপায় নেই। কিছু সময় প্রতিপক্ষকেও কৃতিত্ব দিতে হয়। বিশ্ব চাম্পিয়ন বলেই ভাবি না যে আমরা আর হারব না। আমি আগেও বলেছি, সামনেও বলব যে, আমরা অজেয় দল নই।'

হারের ধাক্কা সামলে আগামী ২২ নভেম্বর বাংলাদেশ সময় ভোরে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাজিলের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটি নিয়ে এখন থেকেই সতর্ক মেসি বলেন, 'ব্রাজিলের বিপক্ষে ম্যাচটি ক্লাসিক। একটি ভিন্ন লড়াই, যার অনেক ইতিহাস আছে। আমাদের জেগে উঠতে হবে এবং ব্রাজিলে অসাধারণ খেলার চেষ্টা করতে হবে। ব্রাজিলকে সবসময়ই সম্মান করি আমরা। মারাকানা স্টেডিয়ামে খেলা সহজ নয়।'

পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচক হলেন ওয়াহাব রিয়াজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের জাতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের প্রধান নির্বাচক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সাবেক পেসার ওয়াহাব রিয়াজকে। শুক্রবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) তাকে নিয়োগ দেয়।

প্রধান নির্বাচক হিসেবে তার প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজ। যেটা অস্ট্রেলিয়ায় ১৪ ডিসেম্বর শুরু হয়ে চলবে ৭ জানুয়ারি পর্যন্ত। এরপর পাকিস্তান ১২ জানুয়ারি থেকে ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে।

প্রধান নির্বাচক হয়ে রিয়াজ বলেন, 'জাতীয় পুরুষ দলের নির্বাচক কমিটির প্রধান হতে পেরে আমি সম্মানিত এবং এই দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করার জন্য পিসিবি ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান জাকা আশরাফের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ক্রিকেট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সম্পৃক্ত করার সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় এবং আমি পাকিস্তান ক্রিকেটের উন্নতির জন্য কাজ করতে ইচ্ছুক।'

২০০৮ সালে পাকিস্তান দলে অভিষেক হয়েছিল রিয়াজের। সেই থেকে অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি ২৭টি টেস্ট, ৯১টি ওয়ানডে ও ৩৬টি টি-টোয়েন্টি খেলেন। তিন ফরম্যাটে উইকেট নেন ২৩৭টি। আর রান করেন ১২০০।

বিশ্বকাপের মঞ্চে তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় সেরা ও সফল বোলার। তিন বিশ্বকাপে তিনি বল হাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৫ উইকেট নেন।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও
শাহরুখের বাড়িতে বেকহাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউনিসেফের দূত হয়ে তিন দিনের সফরে ভারতে এসেছিলেন সাবেক ব্রিটিশ ফুটবল তারকা ডেভিড বেকহ্যাম। শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খানের বাড়িতে। হিন্দুস্থান টাইমস এক প্রতিবেদনে জানাচ্ছে, ক্রিকেটের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গসমতা আনতে ইউনিসেফের সঙ্গে অংশীদারত্ব করেছে আইসিসি। এ প্রকল্পের প্রচারে অংশ নিতে গত মঙ্গলবার ভারতে যান বেকহাম। রিয়াল মাদ্রিদ ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই মিডফিল্ডার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ভারত-নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালও উপভোগ করেছেন। তবে বলিউডের শহর মুম্বাইয়ে গিয়ে বলিউড তারকাদের সময় কাটাবেন না, তা কী করে হয়! শাহরুখ খানের নিমন্ত্রণ তাই সাদরে গ্রহণ করেন বেকহাম।

সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে ক্যাজুয়াল পোশাকে চুপিচুপি মান্নাতে প্রবেশ করেন বেকহ্যাম। সেই সময় একাধিক লাক্সারি গাড়ি ঢুকতে দেখা যায় শাহরুখ খানের বাংলোতে। যা দেখে ধারণা করা যায় বেকহ্যামের জন্য ব্যক্তিগত পার্টি রেখেছিলেন শাহরুখ খান। তবে অন্দরের ছবি এখনও সামনে আসা বাকি।

যদিও শাহরুখ কিন্তু একা নন, যিনি নিজ বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন বেকহ্যামকে। এই তালিকায় নাম আছে বলিউড অভিনেত্রী সোনম কাপুর ও তার ব্যবসায়ী বর আনন্দ আহুজার। এমনকি সোনমের বাড়িতে যাওয়ার আগে একসঙ্গে বসে একটি ম্যাচও দেখেন ডেভিড আর আনন্দ।

পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন বহু বলিতারকা। যার মধ্যে নাম রয়েছে মালাইকা আরোরা, অর্জুন কাপুর, সঞ্জয় কাপুর, শানায়া কাপুর, মাহিপ কাপুর, কারিশমা কাপুর, স্ত্রী মীরা রাজপুতের সঙ্গে শহীদ কাপুর, রীতেশ সিধওয়ানি, ইশা আম্বানি এবং তার ভগ্নিপতি শ্লোকা আম্বানি, স্ত্রী শিবানী আখতারের সঙ্গে ফারহান আখতার ছিলেন।

৯ গোলের উৎসবে
বিশ্বকাপ বাছাই শুরু আইভরিকোস্টের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আফ্রিকান অঞ্চলে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু হয়েছে এ সপ্তাহ থেকে। শুরুতেই বাজিমাত করলো আইভরি কোস্ট। আগামী জানুয়ারিতে আফ্রিকান কাপ অব নেশন্সের আয়োজন করতে যাচ্ছে আইভরিয়ানরা। তার আগে দিদিয়ের দ্রগবার দেশ যে কতটা শক্তিশালী, সেটা দেখিয়ে দিলো বিশ্বকাপ বাছাইয়ে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই।

'এফ গ্রুপে'র প্রথম ম্যাচে সিশেলসকে নিজেদের মাঠে পেয়েই গুনে গুনে ৯টি গোল দিলো আইভরি কোস্ট। আফ্রিকা থেকে ২০২৬ বিশ্বকাপে মোট ৯টি দেশ অংশ নেয়ার সুযোগ পাবে। শক্তিশালী দেশ হিসেবে আইভরি কোস্ট বিশ্বকাপে নিজেদের জায়গা পেতে দারুণ এক অভিযাত্রা শুরু করলো ৯-০ গোলের জয় দিয়ে।

আইভরিয়ান তরুণ স্ট্রাইকার করিম কোনাতে এবং পরিবর্তিত হিসেবে খেলতে নামা হামিদ ত্রাওরে- দু'জনই করেন দুটি করে গোল। তবে, সিশেলসের গোলরক্ষক কার্লোস সিমিওন যদি দুর্দান্ত কিছু সেভ না করতেন, তাহলে গোলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারতো।

বাকি ৫ গোল করেন সেবাস্তিয়ান হ্যালার (২০ মিনিটে), ইব্রাহিম সাঙ্গারি (২৪ মিনিটে), সিমোন আদিঙরা (৩৬ মিনিটে), মোহামেদ ফোফানা (৬০ মিনিটে), জিন ফিলিপ ক্রাসো (৮০ মিনিটে, পেনাল্টি)। কোনাতে গোল করেন ৪০ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এবং ৯০+৫মিনিটে। ত্রাওরে গোল করেন ৭৭ ও ৯০+৪ মিনিটে।

আইভরি কোস্টের গোল উৎসবের দিনে দুর্দান্তভাবে বিশ্বকাপ বাছাই শুরু করেছে তিউনিসিয়া, ক্যামেরুন এবং ঘানাও। ঘরের মাঠে তিউনিসিয়া ৪-০ গোলে হারিয়েছে সাও তোম অ্যান্ড প্রিন্সিপিকে। মরিশাসকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ক্যামেরুন এবং মাদাগাস্কারকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ঘানা।

রানার্স : মর্নিং ফুটবল একাডেমি

অরবিন্দ অধিকারী (পশ্চিম মেদিনীপুর): নিউজ সারাদিন : বাংলা উড়িষ্যার সীমান্ত কাদরামারি ফুটবল গ্রাউন্ডে একটি এক দিবসীয় নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বাংলা এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিযোগি দল অংশগ্রহণ করে ।তাতে মর্নিং ফুটবল একাডেমি ফাইনাল ম্যাচে ট্রাইবে কারে ৪-৫ গোলে পরিচিত পরাজিত হয়। অন্যান্য ম্যাচগুলিতে মর্নিং ফুটবল একাডেমি, আধিপত্য নিয়ে খেলে প্রথম ম্যাচে ৩-০, দ্বিতীয় ম্যাচে ২-০ গোলে জয় লাভ করে। প্রচুর মানুষের জনসমাগমে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিজয়ী দল কে সম্মানিত করা হয় । মর্নিং ফুটবল একাডেমী কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়, ভালো খেলার জন্য। আয়োজক এবং দর্শকদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR